তারিখ ... 17 NOV 2008 ...
পৃষ্ঠা - ৬ ... কলাম ... ৭

সংবাদ

৬৩ বছরে ইউনেস্কো : শিক্ষা ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

৬ নভেম্বর ছিল জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্র স্বাক্ষরের দিন। ১৯৪৫ সালের এদিনে লন্ডনে স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের বছর ৪ নভেম্বর ২০টি দেশের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে এর কার্যকারিতা শুরু হয়। অনুমোদনকারী দেশগুলো হলো : অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান গণতন্ত্র, মিসর, ফ্রান্স, গ্রিস, ভারত, লেবানন, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে ১৬ নভেম্বর গঠনতন্ত্র স্বাক্ষরের দিনটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে উল্লেখ আছে। তবে বাংলাদেশে যতদিন গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার দিন ৪ নভেম্বর, ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে হয়ে পালিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে ইউনেস্কোর সদস্য ১৯৩ ও সহযোগী সদস্য ৬টি দেশ। ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের শুরুতে বলা হয়েছে 'যেহেতু মানুষের মনেই যুদ্ধ-ভাবনার সূত্রপাত, তাই সেখানেই শান্তির সপক্ষে অবস্থান নির্মাণ করতে হবে'। প্রতিষ্ঠালগ্নে ইউনেস্কোর ঘোষিত লক্ষ্য : 'শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জাতিগুলোর মধ্যে অবদান রাখা এবং সেজন্য পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন, ন্যায়বিচারের প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘ সনদে স্বীকৃত মৌলিক মানবধিকারের সংরক্ষণ ও বিকাশ নিশ্চিতকরণ'। বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের কাছে ইউনেস্কো অত্যন্ত জনপ্রিয়। কারণ ১৯৬৬ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের সরকারের সভায় শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও করণীয় সম্পর্কিত ১৪৫টি সুপারিশমালা সংবলিত সনদ গৃহীত হয়। আবার ইউনেস্কোর সাধারণ সভার ২৬তম অধিবেশনে ১৯৬৬ সালে প্যারিসে গৃহীত শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশমালার স্মরণে প্রতি বছর ৫ অক্টোবরকে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের স্মারক মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী এবং বিশ্বের ৬ হাজার ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকারী ইউনেস্কো অব্যাহতভাবে তার কর্মকাণ্ডের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে চলেছে।

ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান ও জরিপ

২০০৩ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিসটিকস প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিনিয়োগের হার সর্বনিম্ন, ২:৫% মাত্র। ভুটানে এ হার ৫:২%, ভারতে ৪:১%, নেপালে ৩:৭%। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে থাইল্যান্ডের সরকার যেখানে শিক্ষায় মোট ব্যয়ের ৩১% ব্যয় বরাদ্দ, বাংলাদেশে সেখানে তা ১৫.৭% মাত্র।

ইউনেস্কোর উদ্যোগে পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপে জানা যায় যে, ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক নির্যাতনের মাত্রা আগের চেয়ে ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'শিক্ষা হামলার শিকার'-এ শিরোনামে সাংবাদিক ও গবেষক ব্রেনড্রেন ওমালে ওই জরিপে যেসব তথ্য দিয়েছেন তাতে দালিলিক প্রমাণসহ সামরিক বাহিনীর হাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে হত্যা, অবৈধ আটক, নির্যাতন ও ধর্ষণ, শিশুদের যুদ্ধের কাজে ব্যবহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জবর দখল ও ধ্বংস সাধনসহ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধক সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান হিসেবে উঠে এসেছে আফগানিস্তান, কলম্বিয়া, ইরাক, নেপাল ও প্যালেস্টাইন অঞ্চল, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের নাম। এর বিপর্যয়কর প্রভাব পড়েছে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর। ইরাকে ৪০ শতাংশ শিশু সংঘাত সংঘর্ষের কারণে স্কুলে যেতে পারছে না। শুধু ইরাকে ৩০ শতাংশ শিশু এ বছর স্কুলে যেতে পেরেছে। আফগানিস্তানে ৩ লাখ শিশু বিশেষ করে কন্যাশিশুরা অগ্নিসংযোগ ও হত্যার হুমকিতে স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ওমালে বাগদাদে ২০০৬ সালের একজন শিক্ষিকা ধর্ষণের ঘটনা উল্লেখ করে বর্ণনা দিয়েছেন, ধর্ষণ শেষে ওই মহিলাকে হত্যা করে তার লাশ ৫ দিন ধরে স্কুলের বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর প্রতিকার চেয়ে এ ধরনের বর্বরোচিত হামলাকারী ও নির্যাতকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন রেখেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যে শিক্ষকরা জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য না করে দায়িত্ব পালন করছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ সংহতি ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, ইউনেস্কোর উদ্যোগে এ ধরনের জরিপ এটিই প্রথম।

ইউনেস্কো ও বাংলাদেশ

ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের ৭নং ধারা অনুসারে ১৯৭২ সালে অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষামন্ত্রী পদাধিকার বলে ৬৯ সদস্যবিশিষ্ট ইউনেস্কো বাংলাদেশ জাতীয় কমিশনের সভাপতি। কিন্তু বিগত জোট সরকার এ কমিশনকে এমনভাবে দলীয়করণ করে যা আগে হয়নি। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৫ বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের ২টি বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো ও আইএলও যৌথভাবে হোটেল পূর্বাণীতে 'বাংলাদেশে প্রাথমিক পরবর্তী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের কর্ম অবস্থা শীর্ষক' এক সেমিনার আয়োজন করে। সেখানে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, 'নিয়োগ ক্ষেত্রে উৎকোচ ও পক্ষপাতমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ... বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হস্তক্ষেপ এবং বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্তি (এমপিও) ও প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণ, বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা, কম্পিউটার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।' জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেমিনারে অংশ নিলেও আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ওই সেমিনারে উপস্থিত হননি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষা-সংস্কৃতি- প্রযুক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ, মানব উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শান্তি, পরমত সহিষ্ণুতা মানবাধিকারের প্রতি আস্থা ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন হোক এবারের ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠা দিবসে বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ ও সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী, সংস্কৃতিমনস্ক জনগণের প্রধান ধ্বনি।

[লেখক : জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী
principalqfahmed@yahoo.com]